দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 4 APR 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র রাজনীতি হোক ছাত্রদের কল্যাণে

মো. দিদারুল হক

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু এই স্বাধীনতা এমনিতে আসেনি। অনেক কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ৩০ লাখ মানুষের রক্ত ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এসেছে এই স্বাধীনতা।

কিন্তু দেশ স্বাধীনতার পর মানুষ যা প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়ে অপ্রাপ্তির পরিমাণই হয়েছে বেশি। কেননা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের মাত্রা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন ও অনেক নিপীড়নের।

কিন্তু নির্যাতন এখন প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান না হলেও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। আশা ছিল দেশটি স্বাধীন হলে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকসহ নানা ক্ষেত্রে অনেক উন্নত হবে। মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে।

স্বাধীনতা পূর্ব যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যম। যা স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে কখনোই যথোপযোগী বলে বিবেচিত হয় না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল, গণতান্ত্রিকপথে সামরিক সরকারের হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবের কারণে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে অবস্থার অবনতি হয়েছে মারাত্মকভাবে।

বর্তমানের অবস্থাও দুর্বিষহ। সরকারের অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা দেউলিয়া হয়ে বন্ধ, বিনিয়োগ বাজারে বিশেষ করে শেয়ার বাজারে ধসের ফলে দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। আবার এই ক্ষতি সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যাও করেছে।

এটা যেন ঐতিহাসিকভাবে সত্য, আমরা আমাদের দেশের উন্নতির চেয়ে নিজের উন্নতির জন্য বেশি উদ্যোগী। যা মোটেও দেশপ্রেমিকের কাজ হতে পারে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ধারণা প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু বর্তমানে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপছাত্র রাজনীতির কারণে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করে। ভয় থাকে মৃত্যুর। কেননা ছাত্র রাজনীতির ভয়াবহ গ্রুপিংয়ের কারণে জীবন হারাতে হচ্ছে। যাদের মা-বাবা ও নিজেদের স্বপ্ন থাকে পরিবার, দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। কারণ বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের দাবি আদায়ে শক্তিশালী কোন সংগঠন নয় বরং নিজেদের স্বার্থ ও টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত থাকে। যা সমগ্র ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করছে। অতীতে ছাত্র রাজনীতি ছিল দেশের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ আদায়ে যথেষ্ট যত্নবান।

কেননা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রনেতাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকবে এটাই ছাত্র-রাজনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য বলে মনে করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্র রাজনীতিকে একটি কাঠামোগত রূপদান না করলে এই রাজনীতি এক সময় ভয়াবহ রূপধারণ করবে যা হবে খুবই বেদনাদায়ক। সচেতন শিক্ষার্থীরা মনে করেন এই রাজনীতিকে একটি কাঠামোতে এনে স্বেচ্ছাচারিতা রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকলে নিয়ন্ত্রণে ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে। ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছাত্রনেতা ও কর্মীদের এ ব্যাপারে সচেতন হলে শিক্ষার্থীদের প্রাণ অকালে ঝরে যাবে না। ভেঙে যাবে না জাতি ও পিতা-মাতার স্বপ্ন।

আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও গণমাধ্যমের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ কমলে দেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হবে।